নিষ্কন্টক সরকারী পাওনা কি প্রক্রিয়ায় আদায় করা হবে ?

দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর কোন ধারা, বিধিমালা বা আদেশের অধীনে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য পাওনার বিষয়ে যদি কোন আপত্তি বা কোন বিচারিক প্রতিষ্ঠানে মামলা বিচারাধীন না থাকে অর্থাৎ সরকারী পাওনা আদায়ে কোন আইনি বাধা বা অভিযোগ বিদ্যমান নেই সে সকল পাওনাকেই নিষ্কন্টক পাওনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

এরূপ সরকারী পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে দাবীনামা বা আদেশ জারী করা হয় এবং উক্ত অর্থ নির্ধারিত বা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না হলে তবে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ২০২ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে টাকা আদায়ে সচেষ্ট হবেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ২০২ ধারা এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বিভিন্ন শুল্ক ষ্টেশন ও প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করবেন। যা সাধারণতঃ ২০২(১) ধারার নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি নামে পরিচিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, শুল্ক আইন আনুযায়ী দাবীনামা জারীর পর দাবীনামার নির্ধারিত বা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ বা প্রচলিত আইনের আওতায় বারিত না হলে আর কোন পত্র যোগাযোগ ব্যতিরেকেই ২০২(১) ধারার নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাবে। এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইনানুযায়ী নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন নেই। ২০২(১) ধারার নোটিশ দিয়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ক) কোন শুল্ক কর্তৃপক্ষ বা সরকারের নিকট যদি উক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের পাওনা থাকে তবে তা থেকে প্রাপ্য পাওনা কর্তন করা যাবে;

(খ) অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সকল শুল্ক ষ্টেশনে পণ্য খালাস বন্ধ রাখতে পারেন;

(গ) উক্ত ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন অর্থ পাওনা হয় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে নোটিশ প্রদান করে সরকারী পাওনার পরিমাণ অর্থ আদায় বা যদি পাওনা সরকারী পাওনার চেয়ে কম হয় তবে সম্পূর্ণ অর্থ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করার নির্দেশ দিতে পারেন;

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্যের কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসজ্জা ও বন্ডেড ওয়্যার হাউজে রক্ষিত মালামাল ক্রোক করে বিক্রি করে আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন করা কর্মকর্তাকে বাধ্য করবেন;

(ঙ) উক্ত ব্যক্তির কোন অর্থ কোন ব্যাংকে জমা থাকলে সে ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ বা ফ্রিজ করার জন্য ব্যাংকে নোটিশ দেয়া যাবে। ২০২(১) ধারার বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করা যাবে। ২০২(১) ধারার ক্ষমতাবলে জারীকৃত নোটিশে টাকা আদায় সম্ভব না হলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা একই ধারার উপ-ধারা (২) মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করেন, যে এলাকায় তিনি কোন সম্পত্তির মালিক অথবা কোন ব্যবসা পরিচালনা করেন সে এলাকার জেলা সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট পাওনার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করবেন;

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সার্টিফিকেট মামলা বাংলাদেশ ফরম ১০২৭ ও ১০২৮ এর নির্ধারিত ফরমেটে দাখিল করতে হয়।